৫. কর্তন ঃ প্রথমে রোপনের ৬০ দিন পর এবং পরবর্তীতে প্রতি ৪৫-৫০ দিন পর পর ঘাস কাটা যায়। এভাবে প্রায়বছরে ৭-৮ বার ঘাস কাটা যায়।

৬. উৎপাদন ঃ বছরে হেক্টর প্রতি প্রায় ৪৮০ মে.টন ঘাস পাওয়া যায়।

খামারে সরবরাহকৃত পাকচং ঘাস

ব্যবহার

পাকচং ঘাস সাধারণত ডেইরী ক্যাটলকে খাওয়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে বর্তমানে মাছ চাষে, শুকর এবং হাঁস মুরগীকেও বিভিন্ন দেশে খাওয়ানো হয়।

সতর্কতা

যেহেতু সার প্রয়োগের পর পাকচং ঘাসে টক্সিক নাইট্রোজেন জমা হয়, তাই সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পশুকে ঘাস খাওয়ানো যাবে না।

গবেষণা ও রচনা

মোঃ ইউসুফ আলী, ইনচার্জ ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

সহযোগি গবেষক

মোঃ মোস্তাইন বিল্লাহ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

ড. রেজিয়া খাতুন, উধর্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই,সাভার,ঢাকা

মোঃ আশাদুল আলম, **উধর্বতন** বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই,সাভার,ঢাকা

সম্পাদনা

ড. নাথুরাম সরকার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা-১৩৪১।

ড. মোঃ এরসাদুজামান, বিভাগীয় প্রধান, সিস্টেম রির্সাচ ডিভিশন, বিএলআরআই,সাভার,ঢাকা।

বিএলআরআই প্রকাশনা নং-৩০১
প্রথম সংস্করণঃ ১০০০ (এক হাজার) কপি
প্রকাশকালঃ জানুয়ারি, ২০১৯

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১, ফোনঃ ৭৭১৬৭০-২,
ফ্যাক্স ঃ ৭৭৯১৬৯৫
ই-মেইল ঃ infoblri@gmail.com

পাকচং ঘাসের পরিচিতি এবং চাষ প্রণালী

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী,
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ-৬৭৭০।

ভূমিকা

পাকচং একটি হাইব্রিড, দ্রুতবর্ধনশীল এবং উচ্চ ফলনশীল স্থায়ী ঘাস। এই ঘাসকে একটি অতি উৎকৃষ্ট ঘাস বললেও ভুল হবে না। থাইল্যান্ড এর পুষ্টিবিজ্ঞানী 'কারইলাস কিয়োথ প্রথমে সাধারণ নেপিয়ার ঘাস (*Pennisetum purpureum*) এবং মুক্তা বাজরা (*Pennisetum glaucum*) এর ক্রস, এবং পরবর্তিতে টিস্যুকালচার করে এই ঘাস উদ্ভাবন করেন। থাইল্যান্ডের পাকচং প্রদেশে উদ্ভাবন বলে এই ঘাসের নাম পাকচং রাখা হয়।

জমিতে চাষকৃত বাড়ন্ত পাকচং ঘাস

এই ঘাস একটি বহুবর্ষজীবী ঘাস। একবার লাগালে ৫-৬ বছর পর্যন্ত ঘাস পাওয়া যায়। বছরের যে কোন সময়ে চাষ করা যায়, তবে ফাল্গুন হতে আষাঢ় মাস উত্তম সময়। বাংলাদেশের প্রায় সব ধরনের মাটিতে এই ঘাস জন্মে, তবে জলাবদ্ধ জমি এই ঘাসের জন্য উপযোগী নয়।

পাকচং ঘাসের বৈশিষ্ট্য

পাকচং ঘাসের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতে প্রায় ৬-৭ বছর সময় লেগেছিল। যেমন-

১. দ্রুত বর্ধনশীল এবং উচ্চফলনশীল জাতের ৬০ দিন বয়সী গাছ প্রায় ১৩-১৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছের স্টেম বা কান্ড গোলাকার এবং শক্ত। কান্ডের ভিতর শক্ত ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান। কান্ডে কোন ধরনের সিলিয়া বা আঁশ থাকে না।

২. পাকচং ঘাসের পাতা ৮-১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতার কিনারা হালকা ধারালো এবং পেটের মধ্যে হালকা আঁশ বা সিলিয়া থাকে। গাছে মোট ১৮-২২টি পাতা থাকে। এর পাতায় একটি মিষ্টি স্বাদ আছে এবং পাতাটি মসৃণ এবং রসালো।

৩. এই ঘাসে রয়েছে উচ্চ পুষ্টিমান। যেমন-

- ✓ শুকনো পদার্থ (ডিএম) প্রায় ১৬%
- ✓ ক্রুডপ্রোটিন প্রায় ১৮ -১৯% (ডিএম অনুযায়ী)
- ✓ ক্রুড ফাইবার প্রায় ১৩% (ডিএম অনুযায়ী)
- ✓ এডিএফ প্রায় ৪৪% (ডিএম অনুযায়ী)
- ✓ অ্যাস প্রায় ১১% (ডিএম অনুযায়ী)

৪. এতে রয়েছে গভীর কপার রুট। ফলে এই ঘাস খুবই খর ও অম্লতা সহনশীল হয়।

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রে চাষকৃত পাকচং ঘাস

চাষ পদ্ধতি

উৎপাদন দক্ষতা অন্যান্য ঘাসের তুলনায় অধিক এবং শীতকালেও উৎপাদনের ধারাবহিকতার কারনে উচুজমি যেখানে সেচ বা বর্ষার পানি জমে না সেখানে এই ঘাস চাষ করে সারা বছর গবাদি পশুর কাচা ঘাসের চাহিদা মেটানো সম্ভব।

১. জমি তৈরী ঃ জমিতে ভালভাবে দুইবার চাষ ও মই দিতে হবে।

২. কাটিং সংগ্রহ ঃ ৯০-১২০ দিন বয়সী পাকচং ঘাসের কাটিং সংগ্রহ করতে হবে।

৩. সার প্রয়োগ ঃ জমি তৈরীর সময় একর প্রতি নিম্নোক্ত সার দিতে হবে।

- ✓ গোবর -১৫ মে.টন
- ✓ টি এসপি-৫০ কেজি
- ✓ এমওপি- ২৫ কেজি
- ✓ ইউরিয়া- ২৫ কেজি

রোপনের ২১ দিন পর একর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া এবং প্রত্যেক কাটিং এর ২১-৩০ দিন পর একর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রে চাষকৃত পাকচং ঘাসের একাংশ

৪. রোপন এবং সেচ ঃ লাইন টু লাইন দুরত্ব ৪ ফুট এবং কাটিং টু কাটিং দুরত্ব ৩ ফুট। প্রতি গর্তে ২টি কাটিং ক্রস করে ৪৫° কোনে লাগাতে হবে। একর প্রতি ৭০০০-৮০০০টি কাটিং প্রয়োজন। অধিক ফলন পাওয়ার জন্য শুকনো মৌসুমে ১০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।